চোর কুঠুরি
অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য

ঝামেলা কী একটা? ভেবেছিল শনিবার হাফডে করে অফিস কাটবে তানা! শেষ পর্যন্ত আটকে পড়তেই হলো। আস্থা যখন অফিস থেকে বেরলো তখন মুষল ধারে বৃষ্টি। টিনের বাসে দম বদ্ধ করা গরমে সেদ্ধ হতে হতে হাওড়া স্টেশানে পৌঁছালো। আস্থা দেখেছে, ও যা কিছু খারাপ ভাবে সেগুলো হবহু মিলে যায়। এই যেমন, বাবাকে অফিস থেকে জোর করেই ভি. আর. এস নিতে হলো। অফিসে গন্ডোগোল চলাকালীনই কেন যেন আস্থার এ কথাটা মনে হতো, হলোও তাই। দিদি আগে আস্থাকে ছাড়া এক পা ও চলত না। আস্থার এই চাকরিটা কতদিন টিকবে সেটা নিয়েও আজকাল একটা সন্দেহ উঁকি দেয়। তিন হাজারি চাকরিটা খোয়াতে চায়না আস্থা।কিন্তু একটা বিষাক্ত ইচ্ছে যে ওর মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকে।সেটা মাথা চাড়া দিলেই সব শেষ হয়ে যায়। সব যে শেষ হয়ে গেলতা অনেক পরে টের পায় ও। তখন সত্যিই শেষ হয়ে গেছে অনেক কিছুই। তার এই বত্রিশ বছর বয়সে অনেক কিছু শেষ হওয়া দেখেছে আস্থা। অন্যমনস্ক ভাবে স্টেশান চত্বরে ঢুকে দেখল লোকে লোকারণ্য যা ভেবেছিল তাই, ট্রেনের গন্ডগোল। বুথে লম্বা লাইন, পাশের বাড়িতে ফোন করে জানাতেও পারবেনা মাকে, বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। আস্থাদের পাশের বাড়িটা বুড়িদিদের। আগে খুব যাতায়াত ছিল, এখন আস্থার ফোন ছাড়া কিছুই যেতে আসতে পারে না। অবশ্য বুড়িদিদের দোষ দেওয়া যায় না, ওব্রিস্টালের মূর্তিটা যে ওখানে কিছু তেই মানাছিল না। আর ওই রঙ বাহারী তাল পাতার পাখাটা। যেন পৃথিবীর সবরঙ ঢেলে দিয়েছে কেউ! ওই পাখা দিয়ে কেউ হাওয়া খায়? ওটাতো বিছানায় এলিয়ে ফেলে রাখার জন্য। যার যেটা জায়গা সেটা না হলে আস্থা সহ্য করতে পাব
. বে না,তখনই ওই বিষাক্ত ইচ্ছেটা এতো তীব্র হয়ে যায় যে, একটা অজানা ঘোরে ও জিনিসগুলোকে ওদের মানানসই জায় গায় রেখে দেয়। ছোটো বেলা থেকেই আস্থা তাই করে এসেছে। সবাই বলে চরি! মা-বাবাকে কতো অপমান সহ্য করতে হয়েছে সে কারণে আস্থার কোনো বন্ধুও হয়নি। বাবা সাইকায়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেছে কীসব খটমট ডিসওর্ডার বলে গাদাগুচ্ছের জ্ঞান শুনতে হয়েছে ওকে। ভাগ্যিস প্রতি সিটিং ও হাজারটাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই বাবার। রক্ষা পেয়েছে আস্থা এরা বোঝে না কেন, ডিসওর্ডারটা ওরমনে নেই-- আছে বাইরে -- সব এলোমেলো বিচ্ছিরি করে রাখা। লোকে যে কী করে সুন্দর বলে কে জানে?
-- কীরে? কেমন আছিস?
চমকে উঠল আস্থা। ভীড়ের মধ্যে না থেকে বড়ো ঘড়ির নীচটায় দাঁড়িয়েছিল ও। কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল মোজককে চিনতে। বেশ কেতা দুরস্ত লাগছে। ফিটফাট। কলেজে পড়ার সময়ে এলোমেলো চুলগুলো পরিপাটি করে কাটা। অমন সুন্দর চোখ দুটো গাধাটা চসমা দিয়ে ঢেকে সারাদিনের পরও ওর গা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। জামা কাপড় দেখেও মনে হচ্ছে বেশ দামী। মোহক আবার বলে উঠল--
--যা বাবা! এখনও চিনতে পারলি না? আমি হোহক!
আস্থা হেসে ফেলল! বলল--
--চিনতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল বৈকী? তোকে তো এভাবে দেখিনি কখনও। আর
-- আর? আর কী?
মোহক স্টেশান চত্বরেই খবরের কাগজ পাতল। দাঁড়িয়ে ও কোনো দিনই কথা বলতে পারে না। বড়ো ঘড়ির কাঁটা যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। আস্থা যেন দেখতে পেল কলেজ ক্যাম্পাস। সিড়িতে কী ক্লাস মে ওর মধ্যে কেউ খুব একটা বসত না।আস্থা ক্লেপ্টো মেনিয়াক --- টের পেয়ে গেছিল প্রায় সবাই। সংহিতা তবু অনেক দিন চেষ্টা করেছিল স্কুলের বন্ধুত্বটাকে টিকিয়ে রাখার। অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারেনি। না, সংহিতার কোনো দোষ ছিল না।
ওই এক ঢঙের দিন আজকাল খুব পালন করা হয় ন? ধুত্তেরি নামটাও ঠিকমতো মনে করতে পারছে না আস্থা।১৫ আগস্টকে ও ছাপিয়ে গেছে যে দিনটার লাল গোলাপ আর বিচিত্র বেলুন, কার্ড, গিফট! আস্থা সেদিন কলেজ গিয়ে দেখে সবাই

কেমন যেন উড়ছে, জুটি বেঁধে গেছে! সব মেয়েগুলো পরীর মতো সেজেছে। কলেজটা যেন রঙিন প্রজাপতিতে ভরে গেছে । কলেজে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ও। ভাবছিল, করি কী আজ একটা গানলিখবেন? তখনই সংহিতা এ সে ওর হাত টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওর প্রিয় শিমূল গাছটার তলায়। সংহিতাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। চোখে একটা অদ্ভুত সুন্দর উত্তেজনা। ওর ব্যাগ খুলে একটা বিচিত্র জিনিস দেখাল আস্থাকে-- গোঁজা
পেন! লজ্জার হাসি হেসে বলেছিল সংহিতা
-- ''আমি ভাবতেও পারিনিরে! সত্যি এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না! মোহক দার মতো ছেলে আমায়--।'' কথা শেষ করার আগেই ওর গলা ধরে গিয়েছিল আবেগে। কী সুন্দর মুহূর্তটা ছিল! আস্থার সারা শরীরে কাঁটা দিচ্ছিল ওই ভূর্জ্যপত্র আর পাখির পালক! ও বুঝতে পারছিল সেই বিষাক্ত তীব্র ইচ্ছেটা ওকে বাধ্য করবে কাজটা করাতে। পারের দুদিন আস্থার খোঁজ নেই ক্লাসে, কমন মে। দুদিন পর দেখা গেল শিমূল গাছটার গায়ে কে যেন চক দিয়ে রবি ঠাকুরের স্কেচ করে তার চারপাশে সুন্দর করে আটকে রেখেছে স্বাতীর ভূর্জ্যপত্র আর পাখির পালকের পেনটা। বন্ধু - বান্ধবদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি কাজটা কার? ক্লাস মে সবার সামনে সংহিতা ওকে চড়মেরেছিল। বলেছিল- ''চোর কোথাক ার।' ঘটনাটা প্রিসিপাল পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আস্থার ওটাই প্রথম কাজ নয়! আশ্চর্যজনক ভাবে মোহক সবার বিপক্ষে গিয়ে মিথ্যে কথা বলেছিল --''এই মজাটা করার আইডিয়াটা আমি-ই দিয়েছিলাম আস্থাকে!''মোহককেও কম হেনস্থা হতে হয়নি। সংহিতার কাছে তো বটেই, কলেজময় টিপুনি, অপমান, ---'দো ফুল এক মালি'। 'যত্তসব আঁতলামি'। ওদের দুজনেরই গার্জেন কল হয়েছিল। প্রেম উজ্জাপন দিবসের পরিণতি যে এতো কদর্য হতে পারে আস্থা তা ভাবতেই পারেনি। মোহক সেদিনও ভাবল শহীন ছিল। হয়ত জিনিয়াস স্টুডেন্ট বলেই পার পেয়ে গিয়েছিল। পারতো আস্থাওপেয়েছিল, নির্বান্ধব কলেজে নির্বাসন।

।। দুই।।
আস্থার বাড়ি থেকে মোহকের বাড়ি সাইকেলে পনেরো মিনিট। কিন্তু এই নৈকট্যের তথ্যটা আস্থা জানত না - জানার ইচ্ছেও ছিল না। তাছাড়া আস্থার যখল ক্লাস শেষ হতো, তখন মোহকের হত না, অথবা অনেক আগেই হয়ে যেত। মোহক অনেকক্ষণ পর্যন্ত কলেজে আড্ডা মারত। তাছাড়া কোনো একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞায় আস্থা একাই ফিরত। তখন আস্থা থার্ড - ইয়ারে। কলেজে স্পেশাল ক্লাস ছাড়া যায় না। নির্বান্ধব কলেজটা অভ্যেস করতে বেশি সময় নেয়নি আস্থা। একদিন কলেজের সাজানো গোছানো বাগান থেকে সদ্যরোপিত একটা কৃষ্ণচূড়ার চারা মাটি শুদ্ধ ব্যাগে ঢুকিয়েছে আস্থা। গ্রীষ্মের দুপুরে বাইরে কেউ একটা নেই। সুযোগ বুঝে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে হাত ঢুকিয়েত্রে প্টোম্যানিয়াক আস্থা কাজ সমকি করে ফেলেছে। কলেজ গেটে বাইরে দাঁড়ানো আইসক্রি মওলাটা ছাড়া আর কেউ দেখেনি, দেখলে টের পেত আস্থা। অভ্যাস অনেক কিছু টের পাওয়ায়। গাছটাকে মাটিশুদ্ধই প্যলাস্টিকে মুড়ে ব্যাগে ভরতে গিয়ে দেখল কাঁটা তারে তার ডান হাতটা বেশ ভালোরকম ক্ষত - বিক্ষত হয়েছে। আশ্চর্য অভ্যাস এটা তো টের পাওয়ালো না! আর একটুও অপেক্ষা না করে কলেজ থেকে বেরিয়ে, শর্টকাটের রাস্তা ধরল সে। একটা ন্যাড়া মাঠ কিছুতেই আস্থার যাতায়াতের পথ হতে পারে না। মাঠের একধারে আগাছার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল আস্থা। ভাগ্যিস বাবার বাগানের সখ আছে, তাই খুড়পি গাছ ছাঁটার কাঁচি ব্যাগে ছিল তার। আগাছাকে আবডাল করে কৃষ্ণচূড়ার চারাটাকে পুঁত ল আস্থা সেখানে। কেউ জানতেও পারবে না,আগাছার মধ্যে কী ভাবে লাল ফুলের বৃক্ষ জনপ্সন্দালো। বোতল থেকে জলে র ছিটে দিতে গিয়ে, তার ডান হাত থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসা রক্তে র ছিটেও পড়েছিল ছোট্ট চারাটাঁর পাতায়, যেন এখনই রক্তি ম ফুল দেখাতে চায় ও আস্থাকে ডান হাতটা চেপে ধরে, মুগ্ধহয়ে চেয়েছিল ও চারা গাছটার দিকে -কলেজের ওই মাপজোক করা বাগানে মোটেই মানাত না ওকে।
---'তুই আবার জায়গার জিনিস জায়গায় রাখছিস?''
চমকে উঠেছিল আস্থা। পিছনে মোহক। খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে, কাউন্টার অ্যাটাক করল আস্থা--
---''তুই তো এখন আর কলেজের স্টুডেন্ট নস। তাই তোর কথা প্রিন্সিপাল শুনবে না।''

--''প্রিন্সিপাল শুনবে না, কিন্তু তুই শুনবি। ডান হাতটা কী করেছিল? এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে চল্।''
আস্থাকে প্রতিবাদের কোনো সুযোগ না দিয়েই মোহক নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার স্বয়ং মোহকের বাবা। আস্থার ডান হাত সেজে উঠল বরফ সাদা পাতলা কাপড়ে, সঙ্গে এটি এস এর একটি গুঁতোও খেতে হলো অবশ্য। সেদিনই আবিষ্কার করা গেছিল, আস্থার বাড়ি থেকে মোহকের বাড়ি পনেরো মিনিটের সাইকেলের দূরত্ব। সেদিনও খালি হাতে ফেরেনি আস্থা। মোহকদের সুসজ্জিত বাসার ঘরে, একটা টুলের ওপর সুদৃশ্য পাত্রে রঙ বাহারি পাথরের টুকরো সাজানো ছিল। সেদিন রাতে আস্থার চিলেকোঠার ঘরে, একটা ট্রান্সপারেন্ট কাঁচের গোলাকার পাত্রে কয়েকটা জলজ উদ্ভিদের শেকড়ে ছড়িয়ে পড়ল রঙ বাহারি স্ফটিক পাথরের বাহার। বলা বাহুল্য কাঁচের গোলাকার সৌখীন পাত্রটি দিদি বিয়ের সময় একটা গোল্ডেন ফিশ সঙ্গে উপহার পেয়েছিল। বহু পরিকল্পনা করে, দিদির শশুরবাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়েছিল আস্থা। তাঁরপর গোল্ডেন ফিসকে ড্রয়িং মের সৌখীন অ্যাকেরিয়ামে চালান করে, গোল কাঁচের টবটিতে নিয়ে বেপাত্তা হয়েছিল আস্থা। তারপর সে কী ঝামেলা হুজ্জোত! দিদির কথা বন্ধ। মার বাক্যবাণ। আর বাবার স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা। সেদিন থেকেই চিলে কোঠার ঘরটা তার পাকাপাকি ভাবে নিজের হলো, নিজের হলো ঘরের তালাচাবি! (৩)

যতদূর মনে পড়ে, মোহক তার বাড়িতে এসেছিল একবারই, দাদার বিয়ের নেমতন্ন করতে, কিন্তু আস্থা বার আস্টেক হানা দিয়েছে মোহকের বাড়িতে। মোহকের মা কে বেশ লাগত আস্থার। মোহক বাড়িতে যখন থাকতনা, তখনই যেত আস্থা। মোহকের ঘর ওর কাছেযেন রত্ন ভান্ডার ছিল। বাবুই পাখির বাসা থেকে শু করে কড়ির পর্দারথেকে একটা একটা করে কড়ি সরিয়েছে আস্থা। মোহকের টেবিলের ওপর আঠা দিয়ে অসংখ্য গোলাকার কাঁচ লাগানো ছিল। শেষবার আসার সময় আস্থা শুনেছিল সাতটা মাত্র পড়ে রয়েছে। মোহক যবে ওদের বাড়িতে এসেছিল তারপর থেকে আর যায়নি আস্তা। ওর কাজ ফুরিয়ে গেছিল।
আস্থা জানত মোহক তাকে নেমন্তন্ন করতে আসেনি। বাবা মার সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করে মোহক সরাসরি বলে উঠেছিল-- ''চল্, তোরচোর কুঠুরি দেখে আসি।''
আস্থা বাধা দেয়নি। তালা খুলে মোহককে দেখিয়েছিল তার চোর কুঠুরি। জানলায় তার দিয়ে বানানো গোলাকার কাঁচে রোদ পড়ে ঘরটা ঝিলমিল করছে, একটা কাঁচের বাকসে বালির ওপর ছড়িয়ে আছে কড়ি, পড়ার টেবিলে জলজ উদ্ভিদ বেশ ভাব করে নিয়েছে কতগুলো রঙবাহারী স্ফটিক পাথরের সঙ্গে। জানালার ধারে খাটের ওপর একটা রঙিন স্তুপের মতো পড়ে থাকা মারছে ভূর্জ্যপত্র, পাশেখোলা বইটার চিহ্নীকরন করছে একটা পেখমধারী কলম!
একমাত্র ভূর্জ্যপত্র এবং পেখমধারী কমলটা ছাড়া আরগুলো বিশেষ ভাবান্তর ঘটায়নি আস্থা মধ্যে। তাই ওগুলো হাতে নিয়ে বলল -- ''আই অ্যাম সরি মোহক। এগুলো আমি নিতে চাইনি। এগুলো ওই শিমূল গাছটারই -- মানে সংহিতার। কিন্তু এতদূর যাবে বুঝিনি,তাই নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তোরা একটা আন্তারস্ট্যান্ডিং এ আসলে. ....''।
মোহক কথা শেষ করতে দেয় না। বলে ওঠে --- 'আন্তারস্যান্ডিং এ তো অনেকদিনই এসে গেছি।'অআস্থা তড়িৎ গতিতে ও গুলো গুছিয়ে মোহকের হাতে দিল। বলল --'' আজ কাল আর বিয়ে বাড়ি পোষায় না। প্লিজ কিছু মাইন্ডকরিস না। আমি তোর দাদার বিয়েতে যাব না।''
---''জানি।'' বলে মোহক সিঁড়ি দিয়ে নাম ছিল, হঠাৎ ফিরে এসে বলল -- 'তোর চোর কুঠুরির জন্য কিন্তু এক জবরদস্ত তালা রাখিস।'' বলেই হেসে ফেলেছিল। আস্থা হাসছিল। মোহকের চোখও হাসে। বুদ্ধুটা চশমা পরে থাকে তবুও। ভালো করে চশমাটাও তোএকধরনের প্রোটেক্টার।
বড় ঘড়ির কাঁটা আবার ফিরে এলো নিজের জায়গায়। আস্থারা তখন ফুড প্ল্যাজার দোতালায় ট্রেন সবে চলতে ওর করেছে, তবে অবস্থা খুবই খারাপ।

ঘন্টা খানেক না গেলে চড়া যাবে না। মোহকের সঙ্গে দেখা হওয়াটা ভালো হল না খারাপ ভাবছিল আস্থা। কফিতে চুমুক দিয়ে মোহকই বলল--

কী রে? ধ্যানমগ্ন হল কেন?

-- ভাবছি তোর সঙ্গে দেখা হওয়াটা ভালো হলো না খারাপ!

-- ইতিমধ্যে মোহক ছোটো গোল টেবিলে কয়েকটা জিনিস রেখেছে -- একটা সুন্দর লাইটার, পুরোনো আমলের সিগারেট কেস, আর একটা বই যার মধ্যে থেকে উঁকি মারছে, একটা শুকনো বটপাতার জালি করা শিরাবিন্যাস। বইটা অবশ্য প্রথম থেকে মোহকের হাতে ছিল। ট্রেনে ডামাডোলে টাইমপাস করার জন্য পড়ছিল বোধহয়। আস্থা যেন কোনোটাই তেমন আগ্রহে দেখছিল না, বরং বারবার ঘড়ি দেখছিল। মোহক যেন কিছুটা অর্ধৈয় হয়েই বলে উঠল।

-- 'এ গুলো একটাও কোথাও খাপ খায়না নারে?'

-- হ্যাঁ। যেখানে ছিল সেখানেই।

-- আর তোর ...

কথা শেষ করতে দেয়না আস্থা -- সংহিতা কেমন আছে?

আবার সেই চোখে ভেসে ওঠা হাসি মোহকের মুখে। বলল -- কেন? বলে ছিলাম না আন্ডারস্ট্যান্ডিং এসে গেছি। ওরা বিয়ে করে এখন নিউইয়ার্কে থাকে।

আচমকাই আস্থা উঠে পড়ল --- 'আর দেরি করা যাবে না রে। বাড়িতে চিন্তা করবে।''

বিল মিটিয়ে আস্থাকে ট্রেনে তুলতে গেল মোহক। মুখটা যেন কেমন দেখাচ্ছে। ভীড় ট্রেনে দরজায় ঝুলে থাকা ছাড়া গতি নেই, আর ভেতরে ডাকার ইচ্ছেও তেমন নেই আস্থার। ফিরে যাচ্ছিল মোহক, হঠাৎ সেই হাসিটা নিয়ে ফিরে তাকালো, আস্থার হাতে তখন ওইশুকনো বট পাতার জালিকার শিরাবিন্যাস! মোহক টের পেল আস্থার চোরা কুঠুরিতে মোহকের সংখ্যা জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে গোপনে যেটা রাখা আছে, সেটা ওর চোখে ভেসে ওটা হাসি।